রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২০ সনের ৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১—৭৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৬৪
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯—৭৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৫.১৯(বি.মা.)-৪৭৯**—যেহেতু, বেগম শীলু রায় (পরিচিতি নং-১৬৬৭১), এসাইনমেন্ট অফিসার, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত ১৬-০৩-২০১৭ তারিখ হতে ২১-১০-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, নরসিংদী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্তকালে প্রাথমিক তদন্ত কর্মকর্তার নিকট স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণ না করা, রাস্তার সরকারি ইট বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা এবং কথিত বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৫.১৯(বি.মা.)-৩৯১ স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১২-০৯-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২০-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি ড. এ. টি. এম. মাহবুব-উল-করিম (পরিচিতি নং-১৫১৯৫) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন যে অভিযোগ বিবরণীতে লিখিত অভিযোগের বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম শীলু রায় তাঁর নিজের

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে প্রাথমিক তদন্ত কর্মকর্তা যথাসময়ে নোটিশ না দেয়ায় একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর যোগদানের পূর্বে পূর্বতন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে মানুষ চলাচল ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিবপুর পৌরসভা হতে টেন্ডারের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ করেন। তিনি যোগদানের পর ঐ রাস্তাটি একটি অসম্পন্ন রাস্তা হিসেবে দেখতে পান। পরে জানতে পারেন যে স্বল্প বরাদ্দের কারণে রাস্তার কাজ শেষ করতে না পারায় তা অসম্পন্ন থেকে যায়। পরবর্তীতে ঝড় বৃষ্টির কারণে পুকুরের কিছু অংশ ভেঙ্গে ইট পরে যায়। উপজেলা পরিষদের এক সভায় সাবেক সংসদ সদস্য নিজ অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের মূল গেইট এবং পুকুরের চারপাশে ওয়াকওয়ে করে দিতে সম্মত হন এবং নিজস্ব লোকবল দিয়ে কাজ শুরু করেন। এসময়ে পূর্বের গেইট ভাঙ্গার সময় শ্রমিকেরা রাস্তার অবশিষ্ট ইট তুলে পাশে রাখেন। তাঁর বদলি জনিত কর্মস্থল ত্যাগের সময়েও ইটগুলো ঐভাবে রক্ষিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব পরিচয়ে তাঁর ব্যবহৃত দাপ্তরিক মোবাইল নম্বরে বলেন যে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার এবং ডেপুটি কমান্ডারের সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কথা বলবেন। উক্ত কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারকে বিষয়টি জানান। কোন কথা হলে তাঁকে জানাতে বলেন। সচিব মহোদয়ের ফোন নম্বর দেন নি। তিনি উভয়কেই আলোচনার বিষয় তাঁকে অবহিত করতে বলেন। ডেপুটি কমান্ডার জনাব আঃ মোতালিব খান তাঁকে কিছু জানান নি। তিনি রাতেই ডেপুটি কমান্ডার জনাব আঃ মোতালিব খান-এর কাছে ফোন করে আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি শুধুমাত্র কল্যাণ ট্রাস্টের একটি ঋণের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে মর্মে জানান। তিনি বিকাশে টাকা পাঠানোর বিষয়ে কিছু বলেননি। পরে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি শিবপুর মডেল থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে জানান এবং থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করার জন্য বলেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে থানায় জিডি এন্ট্রি হয়েছে। তিনি কোন অপরাধ করেন নি উল্লেখ করে সর্বোপরি কোন ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত বিবেচনায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন;

৩। যেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় (ক) অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে শুনানির নোটিশ যথাসময়ে পৌঁছানোর প্রমাণ সরকার পক্ষের প্রতিনিধি উপস্থাপন করতে পারেন নি। (খ) প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পুরাতন ইট অভিভাবক ছাউনিতে ব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। ইট বিক্রয়ের বিষয়টি তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে যাচাই করেন নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা চলে আসার সময় ইটগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানে ছিল কি না তাও যাচাই করেন নি। ইটের পরিমাণ ও বিক্রয়ের যথাযথ প্রমাণ সরকার পক্ষের প্রতিনিধি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ছাউনি তৈরীতে পৌরসভার কত বরাদ্দ ছিল, প্রকৃত ব্যয় কত ছিল ইত্যাদিও যাচাই করা হয় নি; এবং (গ) কথিত বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি সমর্থ হন নি। প্রাসঙ্গিক সকল কিছু বিবেচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

৪। সেহেতু, বেগম শীলু রায় (পরিচিতি নং-১৬৬৭১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, নরসিংদী বর্তমানে এসাইমেন্ট অফিসার, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬/০৪ নভেম্বর ২০১৯

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪.২০১৮-৫৮১**—মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত), গত ২৭-০২-২০১৭ হতে ০৭-০৪-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বরিশাল, শেরপুর, মাগুরা, যশোর ও রংপুর জেলায় সেমিনারের পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৯(১) অনুসরণ করেন নি। তিনি বরিশাল, শেরপুর, মাগুরা, যশোর ও রংপুর জেলায় যথাক্রমে ০৭-০৫-২০১৭, ১৬-০৫-২০১৭, ১৮-০৫-২০১৭, ২২-০৫-২০১৭ এবং ৩১-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণকে ব্যাগ, প্যাড, কলম, ফোল্ডার, বিতরণ না করে উক্ত প্রকল্প হতে টাকা উত্তোলন করেছেন;

২। তিনি উক্ত সেমিনারে ব্যাগ বিতরণ না করে বরিশাল, শেরপুর, মাগুরা, যশোর এবং রংপুর জেলার জন্য ব্যাগ ক্রয় বাবদ যথাক্রমে (৮৩,২০০+১,০০,০০০+৭৯,২০০+১,৩৭,৫০০)টাকা=৪,৯৯,৯০০ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত টাকা)। কলম, প্যাড ও ফোল্ডার ক্রয় বাবদ শেরপুর ও যশোর জেলায় যথাক্রমে (৩০,০০০+৩৬,০০০) টাকা =৬৬,০০০ (ছেষট্টি হাজার টাকা) এবং সম্মানী বাবদ বরিশাল, শেরপুর, মাগুরা, যশোর এবং রংপুর জেলায় যথাক্রমে (১,১০,০০০+৮৫,৮০০+ ৯৬,০০০+ ৮০,০০০) টাকা =৩,৭১,৮০০ (তিন লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত) টাকা সহ সর্বমোট (৪,৯৯,৯০০+৬৬,০০০+৩,৭১,৮০০) টাকা =৯,৩৭,৭০০ (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা উক্ত প্রকল্প হতে আত্মসাৎ করেছেন। তিনি উক্ত প্রকল্পের স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৩৭ ও বিধি-৯৮ অনুসরণ করেন নি। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার সুপারিশ ছাড়াই M/S Khan Enterprise-কে কার্যাদেশ ও বিল প্রদান করেছেন। উক্ত কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০৬-০৯-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪. ২০১৮-৪৩৮ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি গত ২৭-০৯-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। গত ২৫-১০-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য ড. আব্দুল হামিদ (পরিচিতি নম্বর ৫৬৪৯), যুগ্মসচিব, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগসমূহের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় সেমিনারে ব্যাগ বিতরণ না করা বাবদ মোট ৪,৯৯,৯০০ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত) টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাষঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর প্রমাণিত অভিযোগে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৫। সেহেতু, জনাব মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুসারে তাঁকে "২ (দুই) বৎসরের জন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৬/০৫ নভেম্বর ২০১৯

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০১৮-৫৮২**—যেহেতু, মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত), ২৭-০২-২০১৭ হতে ০৭-০৪-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ১৩৮১টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ০৪-০৭-২০১৭ তারিখে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ১৭-০৭-২০১৭ তারিখে মোট ১৬টি দরপত্র জমা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-৩ এর অংশ-ক অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ সপ্তাহ হলেও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তা লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে ৩৬দিন পর (২৩-০৮-২০১৭ তারিখ) ১ম সভা এবং ৫৪ দিন পর (১১-০৯-২০১৭ তারিখ) মূল্যায়ন কমিটির ২য় সভা আহ্বান করেন। নিজে মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২৯-১০-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু দরপত্র মূল্যায়নের Comparative Statement of Preliminary Examination Sheet এ স্বাক্ষর করেন নি। তিনি রেসপনসিভ দরদাতার সাথে নন-রেসপনসিভ দরদাতার সর্বনিম্ন দরের সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন কমিটির অপর সদস্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন যা সম্পূর্ণ বিধি বর্হিভূত। তাছাড়া, দরপত্র মূল্যায়ন এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণে অহেতুক কালক্ষেপন করে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তার বিরুদ্ধে সরকরি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, ১২-০৮-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০. ০০৬.২০১৮-৩৮৮ নম্বর স্মারকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৭-০৯-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং ২৫-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৩। যেহেতু, মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ড. আবদুল হামিদ (পরিচিতি নয়-৫৬৪৯), যুগ্মসচিব (বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৫। সেহেতু, জনাব মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাঁকে 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৫.২০১৮-৫৮৩**—মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত), গত ২৭-০২-২০১৭ হতে ০৭-০৪-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ২ (দুই) কপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে ডিপিপি'র ৫ (পাঁচ) কপি ফটোকপি করা নিয়ে উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নবীর উদ্দীন -এর সাথে নিজ কক্ষে তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তাকে মারতে উদ্যত হন। উক্ত প্রকল্পের নিরাপত্তা প্রহরী জনাব আব্দুল কাইয়ুম প্রকল্পের সভার জন্য কলা নিয়ে এসে সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন কলাগুলো কেটে তা সভায় আপ্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি হাত দিয়ে কলাগুলো নষ্ট করে ফ্লোরে ফেলে দেন এবং তাকে গালাগালি করাসহ মারতে উদ্যত হন। উক্ত প্রকল্পের পরামর্শক জনাব এস এম রাফায়েত এর সাথে প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলাপকালে তিনি উত্তেজিত হয়ে তার চেয়ারে লাথি মারেন এবং তার ল্যাপটপসহ ব্যাগ আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেন। উক্ত কার্যকলাপে তাঁর বিরুদ্ধে সরকরি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিশালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ১২-০৮-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৫. ২০১৮-৩৮৯ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৭-০৯-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ২৫-১০-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য ড. আব্দুল হামিদ (পরিচিতি নম্বর-৫৬৪৯), যুগ্মসচিব, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মীর্জা আলী আশরাফ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি; এবং

৩। যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, মীর্জা আলী আশরাফ (পরিচিতি নম্বর-৬৮১২), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২১ কার্তিক ১৪২৬/০৬ নভেম্বর ২০১৯

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১১.২০১৯-৫৮৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৬৪০) বর্তমানে উপসচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা গত ২৪-০৪-২০১৮ থেকে ০৯-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপসচিব হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯-০১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.১৯.০১২.১৮-৩৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের পদ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) হিসেবে বদলি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০১-২০১৯ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১৯.০৩৮.১৬-২৬ অফিস আদেশমূলে ০৯-০১-২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে তাঁকে অবমুক্ত করা হয়। বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৮২ বিধি অনুযায়ী তিনি ০১ দিন পর অর্থাৎ ১০-০১-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদানপত্র দাখিল করবেন। কিন্তু তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১০-০১-২০১৯ তারিখের পরিবর্তে ২০-০১-২০১৯ তারিখ যোগদান করেছেন। তিনি যথাসময়ে যোগদান না করায় এ বিষয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বলা হলে তিনি তাঁর জবাবে ১০-০১-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব দপ্তরে যোগদান করেছেন মর্মে যোগদানের রিসিভের একটি কপি দাখিল করেন। ডাক নিবন্ধন বহি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ২০-০১-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদানপত্র দাখিল করে সেটিকে ১০-০১-২০১৯ তারিখ যোগদান করেছেন মর্মে যোগদানপত্রের একটি জাল রিসিভ কপি দাখিল করেছেন যা সরকারি কর্মচারী হিসেবে কর্তব্য অবহেলা, মিথ্যা তথ্য প্রদানসহ কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০. ০১১.২০১৯-৪০৩ নম্বর স্মারকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাকে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২৩-০৭-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ আহসান কবীর (পরিচিতি নং-৫৯৫৭) যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ তার যোগদান পত্রে ১০-০১-২০১৯ তারিখ লিখে ২০-০১-২০১৯ তারিখ যোগদান পত্রটি সচিবের দপ্তরে দাখিল করেছেন মর্মে সাক্ষ্যপ্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি 'অসদাচরণ' এর প্রমাণিত অভিযোগে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৬৪০), প্রাক্তন উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাঁকে 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৬.১৯(বি.মা.)-৪৮৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭০৬২)-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২-০৫-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০১.১৯-১৮৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পরবর্তী পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার-এর কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ-এ ন্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগের ১০-০৭-২০১৯ তারিখের ০৫.৪১.৩০০০.০১৩.১৯.০০২.১৮-৪৪৭ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর পদায়ন করা হয় এবং বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত ১১-০৭-২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত করা হয়। বদলীকৃত কর্মস্থলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাসময়ে যোগদান না করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৬.১৯(বি.মা.)-৪০৩ স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ০৬-১১-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দালিখপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৫-১১-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি বেগম মোসাঃ ফারহানা আফসানা চৌধুরী, পি.এ.এ. (পরিচিতি নং-১৭২০৬) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন যে অভিযোগ বিবরণীতে লিখিত অভিযোগের বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭০৬২) তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগে বিগত ০৯-০৫-২০১৯ তারিখে যোগদান করেন। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)-কে তিনি তাঁর সহধর্মিনীর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি অবহিত করেছিলেন। ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে জরুরী ভিত্তিতে তাঁর সহধর্মিনীর সিজারিয়ান অপারেশন করতে হয়। অপারেশনের পরপর বাচ্চা ও সহধর্মিনী দুইজনেরই মারাত্মক শারীরিক সমস্যা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করতে হয় বিধায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সার্বিক পরিস্থিতির কারণে তাঁর আলফাডাঙ্গা উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করতে বিলম্ব হয়েছে। সর্বোপরি কোন ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত বিবেচনায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন;

৩। যেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম-কে ০২-০৫-২০১৯ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগে ন্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ হতে ১০-০৭-২০১৯ তারিখে তাঁকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে আলাফাডাঙ্গা, ফরিদপুর হিসেবে পদায়ন করা হয় এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত ১১-০৭-২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। তিনি উক্ত পদে নির্ধারিত সময়ে যোগদান না করায় বদলিকৃত কর্মস্থল আলফাডাঙ্গা উপজেলার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত পদে যথাসময়ে যোগদান না করার বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭০৬২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগে বদলির আদেশাধীন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং তাঁর ১১-০৭-২০১৯ তারিখ হতে ০৫-০৯-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১মাস ২৪ দিন অনুপস্থিতকালকে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

কল্যাণ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৩ নভেম্বর ০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১২৩.০৮.০১১.১৮-১৫৭৯**—আদিষ্ট হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকার রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত নিম্নবর্ণিত ৮৬টি পদের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৯ হতে ৩১-০৫-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণে নির্দেশক্রমে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	বেতনস্কেল (জা: বে: স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	সৃজিত পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	পরিচালক	--	১	অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্মসচিব প্রেষণে পদায়ন
২	সিনিয়র কনসালটেন্ট (আইসিইউ)	গ্রেড-৫ (টা. ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০)	১	--
৩	জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনোকোলজি)	গ্রেড-৬ (টা. ৩৫,৫০০-৬৭,০১০)	১	--
৪	জুনিয়র কনসালটেন্ট (আইসিইউ)	গ্রেড-৬ (টা. ৩৫,৫০০-৬৭,০১০)	৩	--
৫	জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু)	গ্রেড-৬ (টা. ৩৫,৫০০-৬৭,০১০)	১	--
৬	জুনিয়র কনসালটেন্ট (ফিজিক্যাল মেডিসিন)	গ্রেড-৬ (টা. ৩৫,৫০০-৬৭,০১০)	১	--
৭	জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডেন্টাল)	গ্রেড-৬ (টা. ৩৫,৫০০-৬৭,০১০)	১	--
৮	আবাসিক সার্জন (গাইনী)	গ্রেড-৮ (টা. ২৩,০০০-৫৫,৪৭০)	১	--
৯	আবাসিক চিকিৎসক(শিশু)	গ্রেড-৮ (টা. ২৩,০০০-৫৫,৪৭০)	১	--
১০	আবাসিক চিকিৎসক (মেডিসিন)	গ্রেড-৮ (টা. ২৩,০০০-৫৫,৪৭০)	১	--
১১	ডেন্টাল সার্জন	গ্রেড-৯ (টা. ২২,০০০-৫৩,০৬০)	২	--
১২	মেডিকেল অফিসার (অর্থোপেডিক্স)	গ্রেড-৯ (টা. ২২,০০০-৫৩,০৬০)	১	--
১৩	মেডিকেল অফিসার (কার্ডিওলজি)	গ্রেড-৯ (টা. ২২,০০০-৫৩,০৬০)	১	--
১৪	মেডিকেল অফিসার (আইসিইউ)	গ্রেড-৯ (টা. ২২,০০০-৫৩,০৬০)	৬	--
১৫	বায়োকেমিস্ট	গ্রেড-৯ (টা. ২২,০০০-৫৩,০৬০)	১	--
১৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০ (টা. ১৬,০০০-৩৮,৬৪০)	১	--
১৭	নিরাপত্তা কর্মকর্তা	গ্রেড-১১ (টা. ১২,৫০০-৩০,২৩০)	১	--
১৮	সিনিয়র স্টাফ নার্স	গ্রেড-১০ (টা. ১৬,০০০-৩৮,৬৪০)	২০	--
১৯	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)	গ্রেড-১১ (টা. ১২,৫০০-৩০,২৩০)	২	--
২০	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)	গ্রেড-১১ (টা. ১২,৫০০-৩০,২৩০)	২	--
২১	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	গ্রেড-১১ (টা. ১২,৫০০-৩০,২৩০)	২	--
২২	অডিওলজিস্ট	গ্রেড-১১ (টা. ১২,৫০০-৩০,২৩০)	১	--
২৩	কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩ (টা. ১১,০০০-২৬,৫৯০)	২	--
২৪	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV)	গ্রেড-১৬ (টা. ৯,৩০০-২২,৪৯০)	২	--
২৫	রিসিপশনিস্ট	গ্রেড-১৬ (টা. ৯,৩০০-২২,৪৯০)	১	--
২৬	ওটি এটেনডেন্ট	টা. ১৫,৮০০ (সাকুল্যে)	২	--
২৭	প্লাম্বার	টা. ১৫,৮০০ (সাকুল্যে)	১	--
২৮	অফিস সহায়ক	টা. ১৫,৫৫০ (সাকুল্যে)	৫	আউটসোর্সিং
২৯	ওয়ার্ডবয়	টা. ১৫,৫৫০ (সাকুল্যে)	৫	আউটসোর্সিং
৩০	আয়া	টা. ১৫,৫৫০ (সাকুল্যে)	৫	আউটসোর্সিং
৩১	বাবুর্চি	টা. ১৫,৫৫০ (সাকুল্যে)	১	আউটসোর্সিং
৩২	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	টা. ১৫,৫৫০ (সাকুল্যে)	১০	আউটসোর্সিং
		মোট=	৮৬ (ছিয়াশি) টি পদ	২৬ (ছাব্বিশ) টি পদ আউটসোর্সিং

২। এ আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশের ভিত্তিতে জারি করা হলো।

৩। এ ব্যয় সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সংশ্লিষ্ট খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারি সকল বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ১৩ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৩৩/২০১৯/শুল্ক/৬১১** ।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুরে স্থাপিত "মেসার্স হক ট্রেডার্স" নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বণ্ড লাইসেন্স নং-০৬/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৪, তাং ২৫-১১-১৪) অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৩৪,০০০.০০
০২.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	১১,০০০.০০
০৩.	খাদ্যদ্রব্য, ইলেক্ট্রনিক্স ও অন্যান্য	১১,০০০.০০
	সর্বমোট =	৫৬,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুলতান মোঃ ইকবাল
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৮ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৯.০০.০০০০.১২৩.১৪.০০৩.১৯-৪০৬—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে "Transport Connectivity Improvement Preparatory Facility" শীর্ষক Loan Negotiation-এর লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো :

দলনেতা

(১) মিজ ফরিদা নাসরীন, অতিরিক্ত সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া, যুগ্মসচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(৩) জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাস্তবয়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(৪) জনাব আ. ন. ম. আজিজুল হক, যুগ্মপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়
(৫) জনাব জি.এম. আতিকুর রহমান জামালী, উপসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
(৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপসচিব, অর্থ বিভাগ
(৭) মিজ শারকে চামান খান, উপসচিব, ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(৮) মোসাঃ রাবেয়া আকতার, উপসচিব (এডিবি-৩), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(৯) জনাব মো: মাহবুবের রাহমান, উপপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(১০) জনাব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
(১১) জনাব পরিমল চন্দ্র বসু, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
(১২) জনাব মোঃ শাফায়েত হোসেন, দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক অব্যাহতি ও প্রকল্প সুবিধা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(১৩) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক প্রকৌশল, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে
(১৪) জনাব রিয়ায আহমদ জাবের, প্রকল্প পরিচালক, টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-II প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

২। Loan Negotiation-এর তারিখ, সময় ও স্থান :

তারিখ	সময়	স্থান
১৯ নভেম্বর ২০১৯	সকাল ১০:০০ টা থেকে শুরু	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বাংলাদেশ আবাসিক মিশন (বিআরএম), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে লোন নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ রাবেয়া আকতার
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৭.২৭.০০৩.১৭-৭৪৩**—যেহেতু, নারায়ণগঞ্জের সাবেক যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে সিলেটের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ বেগম লায়লাতুল ফেরদৌস- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (এ) ও ৩ (বি) মোতবেক যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সরকার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সদয় পরামর্শক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে ০৩/২০১৭ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে; এবং

যেহেতু, বেগম লায়লাতুল ফেরদৌস এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৭ নং বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (এ) ও ৩ (বি) মোতাবেক যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সদয় পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সদয় পরামর্শক্রমে নারায়ণগঞ্জের সাবেক যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে সিলেটের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ বেগম লায়লাতুল ফেরদৌস- কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৭ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দাঃ)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৪ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-২৫/২০১১-২৭৬**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, পিতা-মৃত মোজাম্মেল হক, মাতা-জাকিয়া বেগম, গ্রাম-চর আইচা, পোঃ দক্ষিণ আইচা, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ৯নং চর মানিকা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬/০৪ নভেম্বর ২০১৯

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৯.১৮-৩৪১**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ তাবারুক হাসান, প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, পটিয়া চট্টগ্রাম, তার স্ত্রীকে ডেনমার্কে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ২৫-০৩-২০০৯ হতে ২৩-০৫-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ৬০ (ষাট) দিনের বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরির জন্য ০৪-০৩-২০০৯ তারিখ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করেন। বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের পূর্বেই তিনি ২৯-০৩-২০০৯ হতে ০২-০৪-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন দাখিল করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী 'ডিজারসন' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৩ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়, যা বিনা জারিতে ফেরত আসে;

যেহেতু, জারিকৃত অভিযোগনামার কোন জবাব ০৯-১১-২০১৫ তারিখের, ৮৮৯ নং স্মারকে একই অধ্যাদেশের ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব না পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বাজেট) জনাব মোঃ মাহবুবুল হক- কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ তদন্ত কর্মকর্তার তদন্তে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ তাবারুক হাসান-কে কেন গুরুদণ্ড হিসেবে আনীত অভিযোগে ধারা ৪(এ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না সে মর্মে পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিশ তার ঠিকানায় প্রেরণসহ ২৫-০১-২০১৯ তারিখের The Daily Observer ও ২৭-০১-২০১৯ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনও কারণ দর্শানোর নোটিশেরই জবাব প্রদান করেননি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ফলে, একই অধ্যাদেশের ৪(এ) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার উদ্দেশ্যে ০২-০৪-২০১৯ তারিখের ১৩১ নং স্মারকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেকর্ড পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করণের (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

এবং যেহেতু, গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

সেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ তাবারুক হাসান, প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, পটিয়া চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে একই অধ্যাদেশের বিধি ৪(এ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে কর্মস্থলে তার অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ২৯-০৩-২০১৯ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ শ্রাবন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.০৯.০০৩.২০১৪-২৮**—"সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮"-এর আলোকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ ১৮ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রনি চাকমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২
এল.এ. কেস নং-১৯/৬৯-৭০
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-১১-৭১ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-চর নলুয়া, জে. এল. নং-১১৪, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
দাগের সূচী নথিতে পাওয়া যায়নি বিধায় খতিয়ান উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।	২০, ২৮, ৩২, ৩৩, ১০৪, ১১৬, ১১৪, ১১৯, ১১, ২৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৭৭, ৭৮, ৮৭, ১০১, ১০৭ এবং ১১২।	৪৬.৮০

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৩১/৬৩-৬৪
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-১১-৬৩ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-চর লক্ষী, জে. এল. নং-১৪, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা

এস.এ. খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৮০	৭০	০.১২
৬৭৮	৭১	০.২৭
১৪৬	৭৯	০.৬৮
৬৭৭	৭৯	০.৬৭
৬৫৭	৭৯/১৯৬	০.১৭
৭১০	৫০৫	০১.১৫
৬৫৫	৭৯/১৯৬	০.৩৯
১৪৮	৫০৫	০.২৭
	সর্বমোট =	০৩.৭২ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৮(w)/৬৯-৭০
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-১২-৬৯ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-মহম্মদপুর, জে. এল. নং-৯২, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা

এস.এ. খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬৭	১৪০৫	২.৩৬
১২৩	১৪১৭	০.০৬
১৪৯	১৫০২	০.৪০
১২৩	১৫১৩	০.০৬
১২৬	১৫১৫	০.৬৪
১৪৮	১৫২৪	০.১৫
১৪৮	১৫২৫	০.৭০
১৪৫	১৫২৬	২.৬৬
১৫৮	১৫২৭	০.১১
১৪১	১৫৩৫	২.২৮
১২৫	১৫৩৭	২.৩৮
৭৫	১৫৪০	০.৩৬
৭৫	১৫৪৩	০.৪৬
৭৫	১৫৪৪	০.০৩
৭৫	১৫৪৬	০.৮৮
১	১৪০১	০.৫৪
১	১৪০২	০.৪১
১	১৪০৬	০.১৮
১	১৪০৭	০.৩৪
১	১৪১৮	০.১৮
১	১৪১৯	০.১৪
১	১৫০১	০.০৪
১	১৫১৪	১.৬০
১	১৫১৭	০.০২
১	১৫৪১	০.১২
১	১৫৪২	০.১৯
১	১৫৪৫	০.১১
১	১৫৬৫	০.০৩
১	১৫৬৬	২.১০
১	১৫৭৮	০.১২
১	১৫৯১	১.২৪
		সর্বমোট = ২০.৮৯ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-২৫/৬৯-৭০
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৮-৭৩ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-উত্তর চর কলমী, জে.এল. নং-১১১, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা

এস.এ. খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৯২	১০২৬	০.৯৮
২৯২	১০২৯	০.১৯
১০৫	১০৩০	০.১৪
১৩৮	১০৩১	০.১৬
২২, ২৭৭	১০৩৩	১০.৫০
২২, ২৯১	১০৩৪	০.৩০
২২, ২৭৭	১০৪৭	০.০২
১৪৭	১০৪৮	০.৩৪
১১৮	১০৮৩	১২.১০
১১৮	১০৮৮	০.৫০
১১৮	১০৮৯	০.০৭
৬৬	১০৯২	০.০৪
৬৬	১০৯৩	০১.৯৪
১৬	১০৯৪	০.৫০
১৯৬, ২৫৭	১০৯৫	০.২০
১৮	১০৯৬	০.০৫
১৮	১০৯৮	০.২৪
২০	১০৯৯	০.১৮
১৯৬, ২৫৭	১১০০	০.১০
২৬২	১১০৫	০১.৫৮
২৬২	১১১২	০১.৩০
৪৫	১১১৩	০.৬৮
২১	১১১৪	০.৬৮
১২১, ১৫০	১১১৫	০১.১৮
১৪৮	১১১৭	০১.০০
২৬২	১১২৩	১.২২
১৫০	১১২৫	১.২৪
২১	১১২৬	০.৬৪
২১	১১২৭	০.৭৮
১২১, ১৫০	১১৩০	০.১২
৯০, ১৮১	১১৩৩	১.৭৪
১৫৫	১১৩৪	০.৫৬
২১	১১৩৫	০.৫৯
৬৬	১১৩৮	০১.২২
৩০	১১৪২	০১.১২
১৬	১১৪৩	০.৪৮
১৯৬, ২৫৭	১১৪৪	০১.২০
৯০	১১৪৫	০.৫০
২১	১১৪৬	০.৪৪
৬৬	১১৪৯	০.৫৬
৯০, ১৮১	১১৫১	০.৪০
৩০	১১৫২	০.৩৫
৬৬	১১৫৩	০১.২৪
৩০	১১৫৪	০.০৬
৩০, ১৯৯	১১৭৮	০.১৫
২২, ১৪২	১১৮১	০.২০
৪৬	১১৮২	১.৭০
৬	১১৮৩	০.৭০
৯০, ১৮১	১২০৭	১.১১
২১	১২১৫	০.৩২
	সর্বমোট =	৫৩.৬১ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-১১(w)/৬৯-৭০
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০১-৭০ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-ফরিদাবাদ, জে. এল. নং-৭৭, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩৭২	১৪৪৯	০২.৬০
৩৭২	১৪৬২	০২.৪৯
৭৮ ও ১	১৪৬৪	০.০৮
৭৮ ও ১	১৪৭১	০.০৪
৩৭২	১৪৭২	০২.৪১
১	১১৫৭	০.০৫
১৫২	১১৫৮	০.৮০
২৭৫, ২৮৭ ও ৩২৯	১১৬৩	০.৫৬
২২৪	১৩০২	০.৬৮
২২৪	১৩০৩	০.৯৬
১	১৩০১	১.২০
৪৭১	১৩১৮	০.২০
৪৪৭	১৩২৩	০.১২
৪৪৭	১৩২৬	০.১৫
৩২৩	১৩২৯	০.৭২
১	১৩৩৯	০.০৮
১	১৪২০	০.৭৬
১	১৪২১	০.৬৩
১	১৪২২	০.২০
৪৭	১৪৪২	০.৪২
১	১৪৪৩	০.৪৫
১,৩২১,৩২২	১৪৪৪	০.০১
৭৮ ও ১	১৪৪৬	০.১৪
৪৭	১৪৪৮	০১.৪৬
১	১৬৬৩	০১.৪৮
৭৮ ও ১	১৪৬৫	০.৪৩
১	১৪৬৬	০.০৪
৮৪, ১৪৩	১৪৬৭	০১.৪৪
১৪৩ ও ১	১৪৬৮	০.৫৮
২৮৮	১৪৭৩	০.১১
২৮৮	১৪৭৪	০.১৭
২৮৮	১৪৭৫	০.০১
৭৬	১৫০২	০.৮০
৬৩	১৫০৫	০.৮০
২৭৫, ২৮৭	১৪৯৩	০.১৪
২৭৫, ২৮৭	১৪৩৯	০.১৩
২৭৫, ২৮৭	১৪৫০	০.১৭
২৭৫, ২৮৭	১৪৬১	০.২০
	সর্বমোট =	২৪.৮৪ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-০৪/৭৪-৭৫

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-১১-৭৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-শশীগঞ্জ, জে. এল. নং-৪৭, উপজেলা-তজুমদ্দিন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২২১	৪২৮৩	০.০৯
১০৬৩,১২৪৩,১২৪২, ১২৪৪ ও ১২৪৫	৪২৮৫	০.০৫
১০৫৬	৪২৮৬	০.২৫
১৮৮	৪২৮৭	০.১৬
২২১	৪৩১৫	০.৪০
২২১	৪৩১৬	০.৪২
	সর্বমোট =	০১.৩৭ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-$\frac{৩১}{১২}$/৭০-৭১

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০১-৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-দক্ষিণ চর ফ্যাশন, জে. এল. নং-৬১, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩০২	২০৫	২.০৩
১৬০ ও ৩০২	২০৬	০৩.৯৭
	সর্বমোট =	৬.০০ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

তফসিল

মৌজা-চর কলমি, জে. এল. নং-১১৩, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
দাগ সূচীতে খতিয়ান নম্বর উল্লেখ নেই	৩৮৮	২.৫০
	৩৯৩	২.৩০
	৩৭০	০.০৮
	৪১২	০.১৮
	৪১৮	০.১৫
	৫৭২	০.৮০
	৫৯২	০৭.৬৮
	৫৯৩	০৩.৫২
	৫৯৪	০৩.৯৫
	৪২০	০.১৬
	৩৯৩/৬১৬	০.৩৮
	৪১১	০.০২
	৩৯৪	০.১১
	৩৯৫	০.১৮
	৩৮৭	০.৪৯
	৩৮৯	০.০৩
	৩৮৫	০.০২
	৩৮৬	০.০৪
	৩৮৪	০.২০
	৩৯৬	০.০২
	সর্বমোট =	২২.৮১ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৩(w)/৭৬-৭৭

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০৪-৭৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

এল.এ. কেস নং-৭১/৮৯-৯০

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৪(৩)(ক) ধারা মোতাবেক ০২-০৫-১৯৯০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৬ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-কাঠালী, জে. এল. নং-৭০, উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৫১৪	০.৩৬
১৪১ ও ২৭২	৫১৬	০.১০
২৪৫	৫১৭	০.০২
১২৮	৫৫৬	০.১৫
১৬১ ও ১৯৭	৫৬১	০.০৭
১৪০	৫৬২	০.০৭
১২৮ ও ১২১	৫৬৩	০.২০
২৮৮	৫৬৪	০.০৮
২৮৮	৫৬৫	০.০১
১৪০	৫৬৬	০.০৬
১৪১	৫৬৭	০.১১
১৯১	৫৯৫	০.০৪
১৯১	৫৯৬	০.০৩
১৯১	৫৯৭	০.১১
১৯১	৫৯৮	০.১২
১৯১	৬০০	০.১০
১০২	৬০১	০.০৬
১০২	৬০৬	০.০২
১০২	৬০৮	০.০১
২১৯	৬১১	০.১৫
১০২	৬১২	০.৩৬
১২৮ ও ১২৮/১	৬১৩	০.০১
	সর্বমোট =	০২.২৩ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৩২/৯০-৯১

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৪(৩)(ক) ধারা মোতাবেক ২৬-০৭-৯১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু, উক্ত আইনের ৬ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-চর স্টীফেন, জে. এল. নং-৭৪/১২৪, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা

এস.এ খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৯৯	১০১৬	০.২৭
১ ও ৪১৬	১০১৭	০.৯৬
১ ও ৭৩	১০৫৩	১.১২
৭৯ ও ৮০	১০৫৬	০.৮২
১	১০৬৪	০.০৫
৬৬	১০৬৯	০.৮৮
১ ও ৪৯	১০৭০	০.৮৮
৮৯	১০৭৬	০.৮৬
১	১০৮৩	০.১২
৫০	১০৮৫	০.৮৬
১২৯	১০৮৬	০.৭১
১২	১১০১	০.৮৬
১৩০	১১১০	০.৬৫
৩৪	১১১১	০.১৮
১	১১১২	০.৩০
১	১১১৭	০.৫৫
৯২	১১১৮	০.৯০
১	১১২০	০.৬৫
৮৬৩	১১৮৩	০.৩৮
	সর্বমোট =	১২.০০ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খালিদ আহম্মেদ
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ কার্তিক ১৪২৬/১১ নভেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-৯৩৩**—সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-০৩, নোয়াখালী এর পিটিশন মামলা নং-৪৮৬/১৯ মামলাটি রুজুর নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৮.১৪.০১৫.১৪-২৭৮—মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত "মেরিন ফিশারিজ একাডেমি (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০-০৬-১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের পদগুলো রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরকালে "কম্পিউটার সহকারী" পদের নাম আংশিক পরিবর্তন করে "ডিইও (কম্পিউটর সহকারী)" করা হয়। পরবর্তীতে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৯-০৩-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উপকমিটির সভায় পদটির নাম পরিবর্তন করে "ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর" করার সুপারিশ করা হয়। সেমতে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (মেরিন ফিশারিজ একাডেমি কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮" এর তফসিলে বর্ণিত ২২ নং ক্রমিকের পদটি "ডিইও (কম্পিউটার সহকারী)" এর পরিবর্তে "ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর" নামকরণ করা হয় যা ইতোমধ্যে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

২। এক্ষণে "সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯" এর তফসিল-১ এ বর্ণিত ২০নং ক্রমিক মোতাবেক মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম এর "ডিইও (কম্পিউটার সহকারী)" পদটির বিদ্যমান বেতনক্রম অপরিবর্তিত রেখে "ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর" নামে পরিবর্তন করা হলো।

৩। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৯-২০১৯ তারিখের নং-০৫.১৫৭.০২৮.০২.০৬.০৮৪.১৯৯৩(খণ্ড-৪)-২০৮ সংখ্যক স্মারকে এবং অর্থ বিভাগের ১১-১১-২০১৯ তারিখের নং-০৭.০০. ০০০০.১৩০.৩৩.০০৬.১৯-৩৬২ সংখ্যক স্মারকে সম্মতি রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. তারিক
উপসচিব।